

কম্পোস্ট সার

কম্পোস্ট সার কি এবং ব্যবহারে প্রয়োজনীয়তা:

কম্পোস্ট সার এক ধরনের উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার। জৈব উৎসের উপকরণ ব্যবহার করে এ সার প্রস্তুত করা হয়। মাটির গঠন, প্রকৃতি ও উর্বরতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে কম্পোস্ট সারের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সময়ে জৈব কৃষিতে গুরুত্বারোপের সাথে সাথে কম্পোস্ট সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কম্পোস্ট সার ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সারে ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা যায়।

কম্পোস্ট সার প্রস্তুতের উপকরণ:

- কচুরিপানা-একটি উৎকৃষ্ট উপকরণ;
- আগাছা, শস্যের অবশিষ্টাংশ, লতাপাতা, জংলা, পালানের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি;
- একটি মাত্র উপকরণ দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়, তবে বিভিন্ন প্রকার উপকরণ দিয়ে তৈরি কম্পোস্ট সারের গুণগতমান উত্তম।

স্তূপ বা গাদা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি:

স্থান নির্বাচন ও প্রাথমিক প্রস্তুতি:

- বসত বাড়ির আশে-পাশে, ক্ষেতের ধারে, পুকুর বা ডোবার পাশে এমন একটি স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখানে পানি জমার সম্ভাবনা নেই;
- স্থানটির নিম্নাংশ দিয়ে যাতে সার বা মূল পদার্থ গড়িয়ে অন্যত্র চলে গিয়ে অপচয় না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে;
- গাদার উপর চালা দেয়া উত্তম, সম্ভব না হলে গাছের নিচে গাদা তৈরি করা যেতে পারে;
- মাটির উপরে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য, ১.২৫ মিটার প্রস্থ ও ১.২৫ মিটার উঁচু গাদা তৈরি করতে হবে, সুবিধা অনুযায়ী গাদার দৈর্ঘ্য কম/বেশি করা যেতে পারে;
- বর্গিত পরিমাপের বেড়া তৈরি করে কম্পোস্ট এর স্তূপ তৈরি করলে কাজের সুবিধা হতে পারে।

গাদার স্তর সাজানো:

- প্রথমে কচুরিপানা ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলে ১৫ সেমি. পুরু স্তর সাজাতে হবে (তাজা বা সবুজ কচুরিপানা দিয়ে কম্পোস্ট তৈরি করা উচিত নয়, তাতে পটাশ ও নাইট্রোজেন উপাদান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, স্তর সাজানোর আগে কচুরিপানা কিছুটা শুকিয়ে নেয়া উচিত);
- কচুরিপানা ও অন্যান্য উপকরণ লম্বা হলে ১৫ সেমি. টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে স্তর করতে হবে;
- স্তরের উপরে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম টিএসপি সার ছিটিয়ে দেয়ার পর স্তরের উপরিভাগ ২.৫-৫ সেমি. পুরু করে গোবর এবং কাদা/দো-আঁশ মাটির প্রলেপ দিতে হবে, এতে পচন প্রক্রিয়ার গতি বেড়ে যায়;
- ১.২৫ মিটার উঁচু না হওয়া পর্যন্ত একই ভাবে ১৫ সেমি. পুরু স্তর সাজিয়ে ইউরিয়া ও টিএসপি দিয়ে তার উপর গোবর ও মাটির আস্তর দিতে হবে; এবং

- গাদার উপর যদি চালা দেয়া সম্ভব না হয়, তবে গাদা তৈরি শেষ হয়ে গেলে গাদার উপরিভাগে মাটির লেপ দিতে হবে যাতে অতি বৃষ্টির সময় ভেতরে বৃষ্টির পানি ঢুকতে না পারে এবং অতি রোদে শুকিয়ে না যায়।

কম্পোস্টের গাদা পরীক্ষা:

- কম্পোস্টের গাদা তৈরির কাজ শেষ করার পর প্রায় সপ্তাহ খানেক পর একটি শক্ত কাঠি গাদার মাঝখানে ঢুকিয়ে দেখতে হবে যে গাদাটি অতিরিক্ত ভিজা কিনা;
- অতিরিক্ত ভিজা হলে একটি শক্ত কাঠি দ্বারা গাদার উপরে মাঝে মাঝে ছিদ্র করতে হবে যাতে করে গাদার ভিতরে বাতাস প্রবেশ করতে পারে;
- ২-৩ দিন পর গর্তগুলো মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে;
- গাদা অতিরিক্ত শুকিয়ে গেলে গাদার উপরে ছিদ্র করে মাঝে মাঝে পানি বা তরল গো-চনা ঢেলে দিলে শুকিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না;
- পর্যাপ্ত পরিমাণ গো-চনা, গোবর, ইউরিয়া ব্যবহার করে থাকলে আনুমানিক ৩ মাসের মধ্যে কম্পোস্ট জমিতে ব্যবহা উপযোগী হয়, আর এ গুলো কম ব্যবহার করলে এবং আবর্জনা/উপকরণ অপেক্ষাকৃত শক্ত ধরনের হলে আরও এক মাস সময় বেশি লাগতে পারে;
- আবর্জনা/উপকরণ পঁচলে খুসর বা কালো বর্ণ ধারণ করে এবং আঁজুলে চাপ দিয়ে যদি গুঁড়া হয়, তাহলে ক্ষেতে ব্যবহার উপযোগ হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

গর্ত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি:

- কম্পোস্ট কম বৃষ্টিপাত এলাকায় বা শুকনো মৌসুমে গর্ত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি করা উচিত;
- ১ মিটার থেকে ১.২৫ মিটার প্রস্থ, পৌনে এক মিটার গভীর ও প্রয়োজন মত দৈর্ঘ্যের একটি গর্ত তৈরি করতে হবে, গর্তের মাঝে একদিকে ঢালু রাখা যেতে পারে;
- স্তর সাজানোর আগে গর্তের তলায় কিছু খড়, কংকর, বালি মিশিয়ে পিটিয়ে নেয়া ভাল, শোষণকারী স্তর হিসেবে কিছু খড় বিছিয়ে নেয়া যায় (এ গুলোর অভাবে গোবর গোলা কাদামাটি দিয়ে গর্তের তলা ও চারপাশ লেপ দিয়ে নিতে হবে);
- গর্তের চারপাশ সামান্য উঁচু করে আইল দিয়ে নিতে হবে;
- অতঃপর স্তরে স্তরে পূর্ববৎ উপকরণ বিছিয়ে দিতে হবে;
- গর্ত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরিতে সময় কিছুটা কম লাগতে পারে।

(সংগৃহিত)